R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল ২২শে জুলাই, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ টাকা

লোকাল ফল্ট ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটে দায়ী বিভাগীয় অবহেলা

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে লোকাল ফল্ট ও বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের স্থানীয় অফিসগুলিতে খোঁজ নিতে গেলে তাঁরা আমতা আমতা করেন, সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বেপরোয়া বিদ্যুৎ চুরি এবং বিভাগীয় অবহেলাই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য দায়ী। বিদ্যুৎ সরবরাহে অভাব দেখিয়ে কয়েক মাস থেকে দরখাস্ত জমা দেওয়া শ'খানেক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানে বেপরোয়া বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে বলে জনৈক বিদ্যুৎকর্মী অভিযোগ করেন। সাগরদীঘি থানার মনিগ্রাম, নওপাড়া, দোগাছি প্রভৃতি গ্রামেও আঁকশি দিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করে আলো জ্বালানো হচ্ছে বলেও জানা যায়। অনেক গ্রামে এক বছর আগে লাইন টানা হয়েছে, কিন্তু আজও কোন গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি। কিন্তু গ্রামের প্রায় বাড়ীতেই আলো জ্বলতে দেখা যায়। বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে কিছুদিন আগে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে পরে মুচলেকা লিখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাঝে ব্যাপকহারে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের উদ্দেশ্যে ভিজিলেন্স থেকে কয়েকটি টিম পাঠান হয়। তাঁরা গ্রাহকদের লাইন পরীক্ষা করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। মির্জাপুরের জনৈক স্কুল শিক্ষকসহ জনা পাঁচেক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পরে তাঁদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অনেক সংস্থায় ১ হর্স পাওয়ারের মোটরের অনুমতি নিয়ে তিন চার হর্স পাওয়ারের মোটর চালানোর সংবাদও আমাদের হাতে এসেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তর এসব অপরাধ জানা সত্ত্বেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, ঘন ঘন বিদ্যুৎ আপ ডাউন হওয়া বা চলে যাওয়ার মূলে রয়েছে গিয়ারকে সময়মত কেমিক্যাল দিয়ে ওয়াশ না করা। নিয়ম অনুযায়ী একটি গিয়ার ১২০ থেকে ১৮০ বার ট্রিপ করার পর কেমিক্যাল দিয়ে ওয়াশ করার কথা। কিন্তু উমরপুর পাওয়ার হাউসে সে নিয়ম মানার প্রয়োজন কেউ মনে করেন না। ওখানে নাকি একটি গিয়ার ৪৫০ থেকে ৫০০ বার ট্রিপ করা হয়। জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরের জন্য দুটি পৃথক লাইন থাকা উচিৎ বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে তা আছেও। এ সম্বন্ধে স্থানীয় সি পি এম পার্টি থেকে একটি স্মারকলিপিও বছর খানেক পূর্বে বিদ্যুৎ বিভাগকে দেওয়া হয়। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। উপরন্তু একটি গিয়ারের সাহায্যেই দীর্ঘদিন থেকে লালগোলা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। এটাও ঘন ঘন (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস প্রধানের বিবৃতি চ্যালেঞ্জ করলেন সি পি এম দল

সাগরদীঘি : সম্প্রতি মনিগ্রাম সি পি এম লোকাল কমিটি কংগ্রেস প্রধানের বিবৃতি সত্য নয় বলে চ্যালেঞ্জ জানালেন। ঐ বিবৃতিতে কংগ্রেস প্রধান নৃসিংহ মণ্ডল জানান, যেহেতু মনিগ্রাম অঞ্চল তাঁদের দলের দখলে সেহেতু পঞ্চায়েত সমিতি তাঁদের সাথে উন্নয়নমূলক কাজে কোন সহযোগিতা করছেন না। এমন কি টাকা পয়সা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রেও বাধা দান করছেন। কংগ্রেস প্রধান জনসাধারণকে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন বলে সি পি এম লোকাল কমিটি প্রতিবাদ জানান ও তাঁর কথার সত্যতা কতটুকু জানতে তাঁর দপ্তরে এক প্রতিবাদ লিপি দাখিল করেন। ঐ প্রতিবাদ লিপিতে তাঁরা প্রধানকে অনুরোধ করেন সঠিকভাবে কি কি ব্যাপারে তিনি বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন তা জানাতে। কমিটি প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে সেই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে তাঁরাই পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে একযোগে আন্দোলনে নামবেন। তাঁরা আরোও জানান—বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত বিধি অনুযায়ী পঞ্চায়েতের প্রতিটি প্রকল্প কার্যের পূর্ণ বিবরণ ও তার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রভৃতি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে দেওয়ার কথা। এবং সর্বসাধারণের (শেষ পৃষ্ঠায়)

চেয়ারম্যান কে এই প্রশ্নে পুরজন বিভ্রান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১৫ জুলাই থেকে স্থানীয় পুরসভায় যে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে তাতে জঙ্গিপুরের জনসাধারণ পুরোপুরি বিভ্রান্ত। সংবাদ লেখা পর্যন্ত চেয়ারম্যান কে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। আমাদের প্রতিনিধি প্রকৃত অবস্থা কি জানতে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত করেন। গত ১৫ জুলায়ের পর যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার দ্রুত ফয়সালার জন্য পূর্ণ ঘটনাবলী উর্দ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে এক্সিকিউটিভ অফিসার জানান। তিনি আরোও জানান, আশা করা যায় এই মাসের মধ্যেই চেয়ারম্যান প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই এর পর পরমেশ পাণ্ডে আর অফিসে আসছেন না। দিলীপ সাহা প্রতিদিন চেয়ারম্যানের ঘরে বসছেন। অবশ্য সরকারীভাবে কোন স্বীকৃতিই তিনি এখনও পান নি। ভাইস চেয়ারম্যান সামমহম্মদ বিশ্বাস চেয়ারম্যানের কাজ চালাচ্ছেন।

কংগ্রেস (ই) দলে ব্যাপক ভাঙ্গন

জঙ্গিপুর : সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এজাবুল সেখ সহ বেশ কিছু সক্রিয় কংগ্রেস (ই) সদস্য এক লিখিত বিবৃতি দিয়ে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে প্রকাশ। এঁরা সকলেই সি পি এম দলে যোগ দিয়েছেন। এঁদের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য জানান, তাঁদের পদত্যাগের মূল কারণ স্থানীয় বিধায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চায়েত প্রধান সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বিধায়কের কাছে প্রতিবাদ করেও কোন ফল পাননি। তাঁরা আরোও বলেন, কংগ্রেস (ই) এখন কয়েকজন বা গোষ্ঠীর অঙ্গুলি হেলনে চলছে। স্থানীয় ভাবেও জনস্বার্থ বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

কঃ পন্থাঃ ?

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যময় কংগ্রেস রাজনৈতিক দলটির সর্বভারতীয় বা প্রাদেশিক মূর্তিটি আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দলটি আবার বিভক্ত হইয়া পড়িবে কিনা সে কথা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতেছে না। তবে ইহা ঠিক যে, বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নামক একটি গোষ্ঠী একটু একটু করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে সমাসীন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে কংগ্রেসের মধ্যে রেষারেষি যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। জহরলাল নেহরু স্বদলীয় নেতাদের বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হইতেন; দলীয় নেতাদের মধ্যে মতান্তর ঘটিত ঠিকই; কিন্তু দল ভাঙ্গিয়া, দল ছাড়িয়া তখন আর এক দল গড়িয়া উঠে নাই। তাহা জওহরলালের ব্যক্তিত্ব, না তৎকালীন নেতাদের দলে থাকিয়াই দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের সদিচ্ছা—যাহার প্রভাবই হউক, কংগ্রেস দল থাকিয়া গেল। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে কংগ্রেস বিভক্ত হইল। কংগ্রেস (ই) দলই তাঁহার সময়ে আধিপত্য বজায় রাখিয়া চলিতে থাকিল। তাহা হইলেও এই দলটি ক্রমশঃ অবক্ষয়ের মধ্যে চলিতে লাগিল। শক্তিমান কংগ্রেসী নেতাদের বিভিন্ন কংগ্রেস শিবিরে দেখা গেল। মোট কথা একটা ক্ষতের সৃষ্টি হইল যাহা সারিল না, পরন্তু সকলকেই সংক্রামিত করিল। ইন্দিরা গান্ধী দীর্ঘদিন পিতৃসাহচর্যে এবং অপরাপর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের পরিবেশে থাকিয়া নিজেকে রাজনীতির ধ্যান-ধারণায় অভিষিক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং স্ব-দলে তাঁহার নির্দেশাদি তাই নির্দ্বিধায় পালিত হইত। তবু প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস (ই)-র নেতৃবৃন্দ নানা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হইতে থাকেন তাঁহার আমল হইতেই। পশ্চিমবঙ্গে ইহার বীভৎস রূপ প্রকট হইয়া পড়িল। প্রাদেশিক নেতৃত্ব সবল না হওয়ায় এইরূপ ঘটিতে থাকে। বামফ্রন্ট শাসনকলে কংগ্রেস (ই) দল দৃঢ় নেতৃত্বের অভাবের জন্য বিরোধী দলের উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিয়া গণতান্ত্রিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকাংশে ব্যর্থ হওয়ায় জনমনে এই দলের ভাবমূর্তি ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। দলীয় কোন্দল অব্যাহত রহিল।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর জনগণ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বরণ করিলেন। কিন্তু তিনি বা তাঁহার উপদেষ্টারা আজ কংগ্রেস (ই)-কে যে পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীর সংখ্যা বাড়িতেছে শুরু হইয়াছে দল হইতে বহিষ্কার। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় মন্ত্রীসভা ছাড়িতেছেন। রাজ্যস্তরে নেতারা দ্বন্দ্বে ও অনৈক্যে দলকে ক্রম ক্ষীণ ও ক্রম দুর্বল করিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেসের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। যে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে, বক্তৃতার বাঁধ দিয়া তাহা রোধ করা আর হয়ত সম্ভব নয়। প্রখর দূরদর্শিতা ও স্বার্থান্ধহীন নেতৃত্বে কিছু হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহার ইঙ্গিত কোথায় মিলিবে ?

জল দে, পানি দে

অনুপ ঘোষাল

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'—মহাকবি কালিদাসের চোখে গিরিনিতম্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ কৃষ্ণ মেঘরাজিকে মনে হয়েছিল প্রমত্ত হস্তি। এই প্রতিবেদন লিখছি পুরো আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণের প্রথম দিনে। হয়ত কবির সেই দৃষ্টি নেই, নইলে ঋতুচক্রের মাপকাঠিতে এই ভরা 'বর্ষা'তেও কেন চোখে ভাসে শুধু ছেঁড়াখোড়া মেঘের আনাগোনা এবং পটে স্পর্ধিত নীল আকাশ। না ক আবহাওয়াই বদলে গেছে, যাচ্ছে ?

গ্রীষ্মের এত দাহ ছিল কি আগে ? শরৎ, হেমন্ত এবং বসন্ত তো হারিয়ে গেছে কবেই। শরতে নেই কাশফুলের ছন্দে বুকের সেই দোলা, হেমন্তে ধানপাকার গন্ধ, বসন্তের ফুলেও নেই সেই রূপ, মাদর সুবাস। নাকি আক্রান্ত আমাদের ইন্দ্রিয় ? এমন কি জীবন্মৃত বাকী দুই ঋতুও। শীতেও তেমন শীত নেই, বর্ষায় নেই সেই সপ্তা-পক্ষ জুড়ে ভাসান বৃষ্টি। ফুলের গন্ধের মত, চাল-সব্জির স্বাদের মত বর্ষার ধারাতেও বিধাতার করুণ র‍্যাশনিং। শুধু আছে গ্রীষ্মদাহের তুমুল দাপট, হা-হা খরা।

গতবারের আগের বছরের যে অনাবৃষ্টি, অনাবাদ—বর্তমান প্রতিবেদকের তিরিশ বছরের স্পষ্ট স্মৃতিতে কোন নজির নেই। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—মা-ঠাকুমারা আষাঢ়-শাওনের এই অসময় (নাকি সুসময় ?) এর জন্য বড়ি দিয়ে, আমচুর শুকিয়ে রাখতেন। মজুত থাকত জ্বালানি, চাল ডাল। 'ডাওর' নামলে দিনের পর দিন ঘরের বাইরে বেরোবার নামে নিশ্চিন্ত। জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বালকের নবীন চোখে দীঘির শাপলাপাতায় অঝোর মুক্তোধারার খেলা চলত, যেন অনিঃশেষ। সে তো কালিদাসের কাল নয়, এই তো সেদিনের কথা।

গত বছর ছিটেফোঁটা পড়েছিল, মাঠেও ছিটেফোঁটা—তথৈবচ! চাষীর চোখে জলের দাগ রয়ে গেছে, হিসেবের নিষ্ঠুর আঁচড় মহাজনের খাতায়। আধা ধান—আধা ঋণশোধ। হালসনে সুদ সহযোগে যথাপূর্বং। রামগিরি পর্বতে কালিদাসের বিরহী যক্ষ এমনই দিনে শ্যামাভ্র দর্শনে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি এই দূত ? গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তেমন রোম্যান্টিসিজম্ আজ শুধু শৌখিনতা নয়, বাতুলতা। চাঁদ তাদের কাছে 'রুটি', মেঘ তার কাছে রুটির প্রতিশ্রুতি। কালিদাস একালে জন্মালে কি 'মেঘদূত' নতুন করে লিখতেন ?

সেই মেঘ দেখেই আষাঢ় গেল মহকুমার চাষী-মজুরের। বীজতলায় চারা তৈরী, 'কাঢ়াণ' হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষেতে। অথচ গোটা মহকুমারই একই দৃশ্য—হা জল হা জল! যাঁরা শহুরে বাবু—কেরাণীগিরি, মাষ্টারি, ডাক্তারী ফলিয়ে যা হোক করে মাসটাকে ঠেলে ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়লেই যাঁদের ট্যাঁক (জলে না উঠলেও) তেতে ওঠে—তাঁদের কাছে এ দুঃখ মালুম হবে না কোনদিন! আর যাঁরা এই হাভাতে মানুষগুলোর আহাম্মকির সুযোগে দিল্লী কলকাতার ঠাণ্ডা ঘরে ঠেসে বসেছেন—তাঁরাও রেডিও-কাগজ মারফৎ দুটো আহা-উহু পাঠিয়ে দেবেন বড়জোর, নয়ত বাংলার কৃষিঅঞ্চলকে ডিপ-টিউবওয়েল, রিভারলিফ্টে ঢেকে দেবার ছেঁদো প্রতিশ্রুতি ঢাক বাজিয়ে চাউর করে দেবেন। ব্যস, তারপর ? মাফিজ সেখের ব্যাটাটা খা খেয়ে মরলে—খবর বেরবে 'অপুষ্টির অসুখ', দীনু বৈরাগীর বউ সোয়ামীর টিবির ওষুধ আর বাছাটার জন্য চারটি দানার আশায় টাউনে যাতায়াত শুরু করলে বাবুরা নাকে নস্যি ঠেসে বলবেন, ঘোর ব্যাভিচার!

দার্জিলিং জ্বলছে, তার তলায় ভাসছে—কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর। আর তারও নীচে মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত—হা মেঘ, হায় বরষণ। 'বিচুন বাহাল' করে তীর্থের কাকের মত আকাশের দিকে চেয়ে আছে মানুষ আকুল প্রার্থনায়—জল দে, পানি দে।

কংগ্রেসের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২০ জুলাই স্থানীয় এম এল এ হাবিবুর রহমান ও প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাবের নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) এর এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পরে কাশিয়াডাঙ্গা থেকে ফ্রেজারনগর এবং মিঠিপুর থেকে সেখালীপুর পর্যন্ত গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ, পুলিশ দিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচার, উন্নয়ন খাতের টাকা নিয়ে জেলা পরিষদের ছিনিমিনি খেলা ইত্যাদির প্রতিবাদে এক স্মারকলিপি মহকুমা শাসককে দেওয়া হয়।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN—742236 DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

MATERIALS MANAGEMENT

Open Tender Notice

Ref : FS : 42 : MD : T 09|87 Dated : 15-6-87

Sealed tenders are invited from reputed|well experienced transporters having branches/arrangements/ agents at the following places and also having trucks/trailers in their possession for collection & transportation of steel/cement excluding unloading & stacking at NTPC Farakka site yard/godown under Group 'A' & 'B'.

Group 'A' : Steel

1.00 Collection and transportation of steel both reinforcements & structural from different stockyards in and around Calcutta including from re-rollers at Howrah, Sankrail stockyard, Sodepur, Kalyani, Durgapur, Allahabad, Bhilai, Bhubaneswar, Bokaro, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Jullandar, Kanpur, Nagpur, Patna, Burnpur, Dhanbad & Siliguri to deliver at NTPC Farakka site and vice versa.

1.01 Collection and transportation of steel both reinforcement & structural from NTPC sister projects located at Singrauli, Korba, Ramagundam, Vindhyachal, Rihand, Badarpur, Kahalgaon, Talcher and also from NTPC Gas Power Projects located at Auraiya (UP), Kawas (Gujarat), Anta (Rajasthan) to deliver at NTPC Farakka site and vice-versa.

Group 'B' : Cement

2.00 Collection and transportation of cement from the cement plants located at Durgapur, Chaibasa, Bargarh, Chruk, Jamul, Mandhar, Tilda, Bamoh (Naraingarh), Raymond (Bilaspur), Modigram (Balodabazar) to deliver at NTPC Farakka site godown excluding unloading & stacking to be arranged by NTPC/FSTPP at their cost.

2.01 Collection and transportation of cement from our NTPC sister unit located at Kahalgaon and to deliver at NTPC Farakka site godown and vice-versa.

Cost of tender documents Rs. 50/- for each group only payable by cash at FSTPP cash counter or Demand Draft in favour of NTPC Ltd. payable at SBI Farakka Branch.

Earnest Money Deposit :

1) Rs. 20,000/- for steel under group 'A'.

2) Rs. 10,000/- for cement under group 'B'.

Sale of bid document—From 10-7-87 to 31-7-87 on all working days except holidays and request/application for tender documents should be supported with proof of credentials having executed similar type of jobs, latest income tax certificates etc. Bid due date & time—10 A.M. on 01-8-87.

Period of contract : Initailly for 1 (one) year subject to a provision of another year depending on satisfactory performance.

Note :

1) Offer should be accompanied with EMD in each group in the form mentioned in the tender documents. Tender without EMD is liable for rejection.

2) Tenderers are advised to visit the site of work and familiarise themselves with site condition.

3) Teder will be opened in presence of participating bidders or their authorised representatives, whomay like to be present.

4) Tender documents are not transferable. NTPC is not responsible for delay in transit or loss of tender form sent/received by post.

5) Right is reserved to issue tender documents and to accept/reject any or all tenders either in part or in full without assigning any reason thereof.

CHIEF MATERIALS MANAGER

চেয়ারম্যান সম্পর্কে শেষ খবর : বিশেষ সূত্রে জানা যায়, পরমেশ পাণ্ডে তাঁর পদত্যাগ ও নূতন চেয়ারম্যান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে মহামান্য হাইকোর্ট তাঁর অনুকূলে ষ্ট্যাটাসকো মেনটেনের নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

ফেরী ঘাট অবরোধ

জঙ্গিপুর : গত ১৬ জুলাই ডোমপাড়া গাড়ী ঘাট বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রতিবাদে স্থানীয় সি পি এম নেতা ও পুর কমিশনার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে অবরোধ করা হয়। অবরোধকারীরা ঘাট পারাপারের সঠিক নৌকা, পুরসভা নির্দ্ধারিত মালের ভাড়া আদায়, ঘাটে নামাওঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্লাটফর্ম ইত্যাদি দাবী করেন পরে সন্ধ্যায় উভয় পক্ষের আলোচনায় ডোমপাড়া গাড়ী ঘাটে ৫টি ও সদরঘাটে ৩টি মানুষ পারাপারের নৌকা, ঘাটের প্রকাশ্য স্থানে রেটচার্ট টাঙানো, মালের ভাড়া আদায় রসিদ দেওয়া ঠিক হয়। বাকী দাবীগুলোর সমাধানে মালিকপক্ষ কিছুদিন সময় চান বলে জানা যায়।

বাস ড্রাইভার প্রহৃত

সাগরদীঘি : গত ২০ জুলাই বেলা ১০টা নাগাদ ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে সেখদীঘি গ্রামের কিছু লোক ফরাক্কা-বহরমপুর রুটের 'শুভলক্ষ্মী' বাসটিকে আটক করে বাস ড্রাইভারকে মারধোর করে। প্রকাশ, রাস্তা অবরোধ করে চিরাচরিত নিয়ম মতো ধান শুকাচ্ছিল ঐ গ্রামের লোকেরা। চলন্ত বাসের চাকায় কিছু ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার অপরাধে সেখদীঘি গ্রামের হায়দার সেখ সহ কয়েকজন বাসের কাচ ভেঙ্গে দেয় ও ড্রাইভারকে মারধোর করে। এই ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অচল হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সি আই অফ পুলিশ ঘটনাস্থলে যান ও অবস্থা আয়ত্তে আনেন। হাইদার সেখকে পুলিশ খুঁজে পায়নি। বাস কর্তৃপক্ষ হায়দার সেখের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেন।

জাল পুলিশ অফিসার ধরা পড়লো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ জুলাই ফুলতলার একটি গ্যারেজে একজন নেশাগ্রস্ত লোক ও তার বন্ধু নিজেদের আই, বি, আফসার বলে পরিচয় দেয়। তারা মিস্ত্রিদের কাছে গ্যারেজে রাখা একটি বাস চেসিসের নম্বর ইত্যাদি জানতে চাইলে মিস্ত্রীরা ঘাবড়ে যায়। পরে জনৈক বাস মালিকের সন্দেহ হলে তিনি তাদের আইডেনটিটি চ্যালেঞ্জ করেন। লোক দু'জন তা দেখাতে না পারায় তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেন। জানা যায়, এদের নাম এসাহাক বিশ্বাস ও কামালুদ্দিন খাঁন। তারা উভয়েই সম্মতিনগরের লোক। কলকাতায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে। সেখান থেকে ১টি এ্যামবাসাডারও নিয়ে আসে। পুলিশ উভয়কেই ৪২০ ধারায় প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। এ্যামবাসাডারটিও আটক করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১ রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড, মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ এর দুইটি শূন্যপদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

শূন্যপদ :

১) সেলস্‌ম্যান—যোগ্যতাবলী (ক) হায়ার সেকেণ্ডারী অথবা মাধ্যমিক। (২) রেশম সুতা ও কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা। (গ) সেলস্‌ম্যানের অভিজ্ঞতা।

(২) পিওন—যোগ্যতাবলী (ক) মাধ্যমিক পাশ (খ) রেশম সুতা ও কাপড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা।

প্রার্থীরা কেবলমাত্র একটি পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। দরখাস্তের সহিত নাম, পিতার নাম, ঠিকানা এবং সার্টিফকেটের প্রত্যায়িত নকল অবশ্যই দিতে হইবে। পদ দুইটির ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৩৫ বৎসর। বেতনক্রম সমিতি নির্দ্ধারিত। সমিতির সম্পাদকের নিকট ডাকযোগে অথবা হাতে হাতে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাইবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫-৮-৮৭।

সম্পাদক

২১-৭-৮৭

পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি ৬০ হাজার টাকা লুঠ

উমরপুর : গত ২০ জুলাই রাত্রি ১-৩০ নাগাদ মঙ্গলজন 'চৌধুরী ব্রাদার্স' পেট্রোল পাম্পে হানা দিয়ে দুর্বৃত্তরা নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা কর্ম্মরত কর্মী তপন দাসের হাত পা বেঁধে অফিসে প্রবেশ করে। অফিসে সে সময় পেট্রোল পাম্পের মালিকের ভাই বিনোদবাবু ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্বৃত্তরা তাঁর উপর চড়াও হয়ে গলা থেকে সোনার চেন ও হাতের আংটি খুলে নেয়। পরে আলমারির তিনটে তালা ভেঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পেছন দিক দিয়ে পাম্পে ঢোকার আগে মাঠের কুড়ে ঘরে ঘুমন্ত বন বিভাগের কর্মীদেরও তার হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে আসে। পেট্রোল পাম্পের জনৈক কর্মী জানান, পিস্তল-ছোরাসহ দুর্বৃত্তরা সংখ্যায় প্রায় ৩০/৩৫ জন ছিল। ২১ জুলাই এ্যাডিশন্যাল এস পি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যান। পুলিশ সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে বলে জানা যায়।

আমি শ্রীনুরুল হোদা পিতা ৺:হরাশ আলি, সাং হাতিবাঁধা আমার ভাগ্নে নফিকুল আলম পিতা মৃত হেমাজুদ্দিন সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা রঘুনাথগঞ্জ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাহার জন্ম ১৯৫১ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রমাণিত হইলেও উহা বস্তুতঃ ঠিক নহে। তাহার প্রকৃত জন্ম ১৯৫৫ সালের ২৪শে অক্টোবর। এই মর্মে আমি ইংরাজি ২০-৭-৮৭ তারিখে এক এফিডেবিট দ্বারা উক্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। ইহা সকলের অবগতির জন্য জানান হইল।

তাং ২০-৭-৮৭ স্বাঃ নুরুল হোদা
সাং হাতিবাঁধা

ব্যাপক ভাঙ্গন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শক্তিগুলিই কংগ্রেস দলকে পরিচালনা করছে। এইসব দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা কংগ্রেসের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলেন। এমন কি যাঁরা পঞ্চায়েত সদস্য তাঁরাও একযোগে কংগ্রেস ও পঞ্চায়েত সদস্য উভয় পদেই ইস্তফা দিলেন। সি পি এম সূত্রে জানা যায়, সমগ্র মহকুমায় কংগ্রেস দলে ধ্বস নেমেছে। সকলে সি পি এম দলে যোগ দিচ্ছেন। কংগ্রেস দলে এমন ভাঙ্গন ইতিপূর্বে কোনদিন দেখা দেয়নি বলেও জানা যায়।

বিভাগীয় অবহেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লোকাল ফল্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। আরও সংবাদ পাওয়া যায়, নতুন সংযোগ দেওয়ার সময় গ্রাহকদের কাছ থেকে কম করে ৪৫০ টাকা জমা নেওয়া হয়। কিন্তু সংযোগের কাজ শেষ করা হয় যৎসামান্য শ'দুয়েক টাকার মাল দিয়ে। ফলে সংযোগ লাইনটি স্বভাবতই দুর্বল থাকে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘন ঘন বিভ্রাট ঘটতে সাহায্য করে। স্থানীয় অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রয়োজনীয় মালের ইনডেন্ট দিয়েও তাঁরা মাল পান না। অগত্যা নিজেদের গা বাঁচাতে যেনতেন কাজ সারতে হয়। অন্যদিকে গ্রাহকদের অভিযোগ, তাঁদের অচল ও খারাপ মিটার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগকে জানিয়েও ফল হচ্ছে না। ফলে খুশিমত মিটার রিডিং এর বিল আসছে। এতে যেমন গ্রাহকদের ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগের। অনেক গ্রাহকের অভিযোগ—মিটার রিডিং নিয়মিত না নিয়েও মাসের বিল ঠিকই চলে আসে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের এস, এসকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান—গ্রাহকের তুলনায় কর্মী সংখ্যা কম থাকায় এ অবস্থা ঘটছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায় স্থানীয় অফিসে কর্মী উদ্বৃত্ত হওয়ার কারণ দেখিয়ে সম্প্রতি কয়েকজনকে অন্যত্র বদলীও করা হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানের নিট ফল আমরা যা বুঝেছি তা হচ্ছে এতদঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোকাল ফল্টের জন্য বিভাগীয় গাফিলতিই মূলতঃ দায়ী। স্থানীয় জনসাধারণ এ সম্বন্ধে উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত দাবী করছেন।

চ্যালেঞ্জ করলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সে গুলির বিশেষ প্রচার ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু মনিগ্রাম অঞ্চল প্রধান সে রকম কোন প্রচার করেননি। উপরন্তু অসত্য কথা বলে সরকার ও পঞ্চায়েত সমিতিকে হেয় করার চক্রান্তে মেতেছেন। বরং এই অঞ্চলের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক বেআইনী বহু কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তাঁরা লিখিত প্রতিবাদ দাখিল করা সত্ত্বেও প্রধান সেগুলি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করারও প্রয়োজন বোধ করছেন না বলে লোকাল কমিটি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল মনে করেন অহেতুক এ ধরনের তর্কাতর্কিতে অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং সে কারণেই উপযুক্ত বিভাগীয় তদন্ত করে প্রধানের বিবৃতির সত্যাসত্য নিরূপণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।